JAN. 9 2001

বোর্ডের বই প্রকাশে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই ॥ প্রতি বৎসরই জটিলতা সৃষ্টি

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হইতেছে না। ফলে প্রায় প্রতিবৎসরই নূতন বই প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া সংকট, জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে, এই সংকটের জন্য বোর্ডের একশ্রেণীর অফিসার, কর্মচারীর পাশাপাশি পুস্তক প্রকাশনার সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও দায়ী। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বোর্ডের বই প্রকাশ করিতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী জুন-জুলাই মাসের মধ্যে আগামী বৎসরের বই প্রকাশের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকিলেও গত ৪/৫ বৎসর ধরিয়া ইহা মানা হইতেছে না। তবে প্রতিবৎসরই বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে বোর্ডের বই প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। মাঝপথে প্রকাশনার সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতি সমূহের সহিত চুক্তিপত্রের দরাদরির ক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ করা হইয়াছে। বৎসরের শেষ পর্যায়ে আসিয়া বাধ্য হইয়া অগোছালো পরিবেশে বই প্রকাশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রের মতে, বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্ট জটিলতার জন্য বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা বহুলাংশে দায়ী। এই কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রায় প্রতিবৎসরই বোর্ডের বইয়ের দরপত্রে নির্ধারিত হারের মারাত্মক উঠা-নামা হইতেছে। '৯৭ সালে মুদ্রণ সমিতিসমূহের ব্যানারে জোটবদ্ধ গ্রুপ প্রতিহাজার ফর্মা ৭২ টাকায় প্রকাশের কার্যাদেশ আদায় করিয়া নিয়াছিল। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ '৯৮ সালে জোটবদ্ধ সমিতিসমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায় তাহারা একই কাজ মাত্র ৩৮ টাকা দরে সম্পন্ন করিয়া দেয়। '৯৯ সালে মুদ্রণ সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমন করিয়া পুনরায় জোটবদ্ধ রূপ ধারণ করে। তাহারা '৯৮ সালে যে কাজ মাত্র ৩৮ টাকা দরে সম্পন্ন করিয়াছিল '৯৯ সালে একই কাজের জন্য ৯০ টাকা দর দাবী করে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনমনীয় সিদ্ধান্তের চাপে জোটবদ্ধ সমিতি ৯০ টাকার স্থলে ৫৫ টাকা দরে বোর্ডের বই প্রকাশ করে। চলতি বৎসরে জোটবদ্ধ সমিতি মুদ্রণ দর হাঁকিয়াছিল ৮১ টাকা। পাশাপাশি নূতন প্রতিষ্ঠান পুস্তকা ৫৪ টাকা দরে বই প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার সম্মতি জানায়। ইহার ফলে দেখা দেয় সংকট। জোটবদ্ধ সমিতিসমূহ ভাবিয়াছিল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোন অবস্থাতেই নূতন একটি প্রতিষ্ঠানকে এত বড় কাজের একক দায়িত্ব দিবে না। সময় ঘনাইয়া আসিলে নূতন বৎসরে পাঠ্যপুস্তক সংকটের ভয়ে বাধ্য হইয়া জোটবদ্ধ সমিতিসমূহের সহিত চুক্তি করিবে। কিন্তু সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানটিই শেষ পর্যন্ত কার্যাদেশ লাভ করিয়াছে। তবে নির্ধারিত তারিখে বোর্ডের বই প্রকাশিত হয় নাই।

বোর্ডের নূতন বই প্রকাশের ক্ষেত্রে শর্তাবলীর ২৪ ধারায় বলা হইয়াছে, "যদি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে বোর্ড চুক্তি বাতিল করাসহ পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাতিল করিবে।" খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা খুবই জরুরী। বৎসরের মাঝামাঝি পর্যায়েই নূতন বই প্রকাশের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে কোন সংকট হওয়ার কথা নয়।